মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

পঞ্চম অধ্যায়: প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ নীপা তার বান্ধবীর বিয়েতে গ্রামে গেল। সে বিয়েতে গিয়ে দেখতে পেল সেখানকার নারী ও পুরুষ উভয়েই সুন্দর গহনা পরেছে। মহিলারা পায়ে আলতা, কপালে কুমকুম, গলায় হার ও আঙুলে আংটি দিয়ে সেজেছে। বিয়েতে খাবার হিসেবে পরিবেশিত হয় ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দই, ক্ষীর ও মিষ্টি। খাবার পর মসলাযুক্ত পানও দেওয়া হয়। *◀শিখনফল-১*

ক. বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন? ১

খ. হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পোশাক ও সাজসজ্জার সাথে বাংলার কোন যুগের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'নীপার বান্ধবীর বিয়েতে পরিবেশিত খাবার আবহমান বাংলার খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত'- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ।

খ হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথায় ৪টি বর্ণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

প্রাচীন সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ও মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণরা অধ্যাপনা ও পূজা করত। ফলে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করত। ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। মর্যাদার দিক থেকে তারা ছিল দ্বিতীয় স্থানে। আবার, ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ এবং মর্যাদায় তারা ছিল তৃতীয় স্থানে। সবচেয়ে নীচু শ্রেণির শূদ্ররা কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পোশাক ও সাজসজ্জার সাথে বাংলার প্রাচীন যুগের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাচীন যুগে পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার বিষয়ে রাজা মহারাজা ও ধনীদের কথা বাদ দিলে বিশেষ কোনো আড়ম্বর ছিল না। তখন উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ছিল। পুরুষ-নারী উভয়ের মধ্যেই অলংকার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, বিয়ের অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষ উভয়েই সুন্দর গহনা পরেছে, মহিলারা পায়ে আলতা, কপালে কুমকুম, গলায় হার এবং আঙুলে আংটি দিয়ে সেজেছে। ঠিক একইভাবে প্রাচীন বাংলার নারী-পুরুষ উভয়েই অলংকার ব্যবহার করত। তারা কানে কুণ্ডল, গলায় হার, আঙুলে আংটি, হাতে বালা ও পায়ে মল পরিধান করত। মেয়েরা হাতে শঙ্খের বালা এবং চুড়ি পরতে ভালবাসত। মণি-মুক্তা ও দামী সোনা-রুপার অলংকার ধনীরা ব্যবহার করত। কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রীর সহিত বিভিন্ন সুগন্ধির ব্যবহার সেসময় খুব প্রচলিত ছিল। মেয়েদের সাজসজ্জায় আলতা, সিঁদুর ও কুমকুমের ব্যবহারও তখন প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা মাঝেমধ্যে চামড়ার চটিজুতা বা কাঠের খড়মও ব্যবহার করত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকের পোশাক ও সাজসজ্জার বিবরণের মধ্য দিয়ে বাংলার প্রাচীন যুগের নারী-পুরুষের পোশাক এবং সাজসজ্জাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘ নীপার বান্ধবীর বিয়েতে পরিবেশিত খাবার আবহমান বাংলার খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কেননা ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দই, ক্ষীর ও মিষ্টি প্রভৃতি প্রাচীন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙালির প্রধান খাদ্য।

বর্তমান সময়ের মত প্রাচীন কালেও বাঙালির প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি। চাউল হতে প্রস্তুতকৃত নানা প্রকার পিঠা জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার ছিল। তখন সকল প্রকার মাছ পাওয়া যেত। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব প্রিয় খাবার ছিল। তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিংগে, কাকরোল, কচু উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। খাওয়া দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, বিয়েতে খাবার হিসেবে পরিবেশিত হয় ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দই, ক্ষীর, মিষ্টি ইত্যাদি। খাবার পর মসলাযুক্ত পানও দেওয়া হয়। এ খাবারগুলো প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙালির প্রধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, নীপার বান্ধবীর বিয়েতে পরিবেশিত খাবার আবহমান বাংলার খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶২ নন্দনপুর কৃষি প্রধান অঞ্চল। এখানকার লোকেরা অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। এ গ্রামের লোকজন ভূমি চাষ করে, সংসার চালায়। জমি চাষ করার জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট কর দিতে হয়। এখানে তিন প্রকারের ভূমি রয়েছে। বাস্থানের জন্য, চাষ করার জন্য, কিছু পতিত জমি। এখানে কুটির শিল্পও অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। *◀শিখনফল-১*

ক. কখন থেকে বাংলায় বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড় তৈরি হতো? ১

খ. প্রাচীন বাংলার কুটির শিল্পের বর্ণনা দাও। ২

গ. নন্দনপুরে বাংলার যে সময়কার অর্থনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত সময়ে ক্রমান্বয়ে শিল্পেও উন্নতি সাধিত হয়েছিল— মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় বিখ্যাত মসলিন কাপড় তৈরি হতো।

খ কুটির শিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামের লোকদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস গ্রামেই তৈরি হতো। মাটির তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল কলস, ঘটি-বাটি, হাড়ি-পাতিল, বাসনপত্র ইত্যাদি। লোহার তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল দা, কুড়াল, খন্তা, খুরপি, লাঙল ইত্যাদি। এছাড়া জলের পাত্র, তীর, বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতো।

গ নন্দনপুরে বাংলার প্রাচীনকালের অর্থনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলা প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি প্রধান দেশ। প্রাচীনকালে বাংলার অধিবাসীদের বেশির ভাগ লোকই গ্রামে বাস করত। তারা গ্রামের আশপাশের জমি চাষ করে সংসার চালাতো। যারা চাষ করত বা অন্য কোনো মাধ্যমে জমি ভোগ করত, বিনিময়ে তাদের কতকগুলো নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হতো। প্রাচীন বাংলায় প্রধানত তিন প্রকারের ভূমি ছিল। ঘর-বাড়ি তৈরি করে থাকার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান চাষ করা যায় এমন উর্বর জমি বা 'ক্ষেত্র' এবং পতিত জমিকে বলা হতো 'খিল'। কুটির শিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, নন্দনপুর কৃষিপ্রধান অঞ্চল এবং এখানকার অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। এ গ্রামের লোকজনের মাধ্যমে চাষ করে সংসার চালায় এবং জমি চাষ করার জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হয়। এখানেও তিন প্রকারের ভূমি রয়েছে। বাসস্থানের জন্য,

চাষ করার জন্য এবং কিছু পতিত জমি। আর এখানকার কুটির শিল্প বেশ সমৃদ্ধশালী।
সুতরাং নন্দনপুরে বাংলার প্রাচীনকালের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত সময়ে অর্থাৎ প্রাচীনকালে বাংলায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বাংলা কৃষিপ্রধান হলেও প্রাচীনকালে ধীরে ধীরে শিল্পেও অগ্রগতি লাভ করেছিল। কুটির শিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামের লোকদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস গ্রামেই তৈরি হতো। বিলাসিতার নানারকম জিনিসের জন্য স্বর্ণ-রুপা ও মনি-মাণিক্য শিল্পের অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। কাঠের শিল্পও সে সময়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল। সংসারের আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ি, মন্দির, পাল্কি, ঘোড়ারগাড়ি, রথ প্রভৃতি কাঠ দ্বারা তৈরি হতো। অতি প্রাচীনকাল হতে এখানে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হতো। বস্ত্র শিল্পের জন্য বাংলা প্রাচীনকালেই বিখ্যাত ছিল। বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন কাপড় একটি নস্যের কৌটায় ভরা যেত। কার্পাস তুলা ও রেশমের তৈরি উন্নতমানের সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল। কার্পাস তুলা ও শনের তৈরি মোটা কাপড়ও তখন প্রস্তুত হতো। জানা যায় যে, বঙ্গদেশে সে সময় টিন পাওয়া যেত। বঙ্গের কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের প্রাচুর্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর ব্যাপক চাহিদা ছিল। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে বাংলা বাণিজ্যেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল।
পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীনকালে শিল্পে ব্যাপক উন্নতি সাধন করে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বাংলার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর বেড়ে যায়।

প্রশ্ন ▶৩ টুসি জাপান থেকে তার মায়ের জন্য একটি শাড়ি আনে। শাড়িটি এতই সূক্ষ্ম যে, এই শাড়ি একটি আংটির মধ্যে ভরা যেত। গ্রামের অনেক লোক শাড়িটি দেখতে এলে জাপানের অর্থনীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে টুসি বলে জাপান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুতিবস্ত্র, রেশমি কাপড়, চিনি, হিরা, মুক্তা রপ্তানি করে। *◀ শিখনফল-১*

ক. চন্দ্রবংশ ও কান্তিদেবের বংশের লোকেরা কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? ১
খ. বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীদের সম্পর্কে কী জান? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. টুসির মায়ের জন্য আনা শাড়িটির সাথে প্রাচীন বাংলার কোন বস্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. টুসির জাপানের অর্থনীতির বর্ণনার মধ্যদিয়ে প্রাচীন বাংলার অর্থনীতির আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক চন্দ্রবংশ ও কান্তিদেবের বংশের লোকেরা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন।

খ বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা সম্ভবত ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মানুষ। এ জাতীয় মানুষদের বলা হতো নিষাদ কিংবা নাগ আর পরবর্তীকালে কোল্ল, ভিল্ল ইত্যাদি। অনুমান করা হয়, তাদের ভাষাও ছিল মোন ও ক্ষেরদের মতো। অনেকটা এরূপ ভাষায় এখনও কথা বলে কোল, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি অধিবাসীরা।

গ টুসির মায়ের জন্য আনা শাড়িটির সাথে প্রাচীন বাংলার মসলিন বস্ত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় তৈরি হতো। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন একটি নস্যের কৌটায় ভরা যেত। এ বস্ত্র বিদেশি বণিকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। ইউরোপের বাজারে এ বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। তাছাড়া তৎকালীন বাংলার অভিজাত শ্রেণির মহিলাদের কাছে এ কাপড় খুবই আকর্ষণীয় ছিল।
উদ্দীপকে আমরা দেখি, টুসি জাপান থেকে তার মায়ের জন্য একটি শাড়ি আনে। শাড়িটি এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, একটি শাড়ি একটি আংটির মধ্যে ভরা যেত। উক্ত বস্ত্রের এই গুণটি আমরা প্রাচীন বাংলার মসলিন বস্ত্রের মাঝেও দেখতে পাই।

ঘ টুসির জাপানের অর্থনীতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলার অর্থনীতির আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে আমি একমত পোষণ করছি।
প্রাচীনকাল থেকেই ধান ছিল বাংলার প্রধান ফসল। পাট, ইক্ষু, তুলা, নীল, সর্ষে ও পানচাষের জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল। আর ফলবান বৃক্ষের মধ্যে ছিল আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর, খেজুর ইত্যাদি। এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলাও বঙ্গে উৎপন্ন হতো। এসবের উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করা হতো।
কুটিরশিল্পের জন্য বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। বাংলায় বিলাসিতার জন্য নানা রকম জিনিসের জন্য স্বর্ণশিল্প ও মণি-মাণিক্য শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। কার্পাস তুলা, রেশম ও শনের তৈরি সূক্ষ্ম মোটা কাপড়ও তখন প্রস্তুত হতো। আর বঙ্গের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সুতি বা রেশমি কাপড়, চিনি, গুড়, লবণ, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা, চাউল, নারিকেল, সুপারি, নানা প্রকার হীরা, মুক্তা, পান্না ইত্যাদি।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সৌমেন স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। সৌমেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে বার্গার চিকেন, রোল ইত্যাদি দেখে খুবই মর্মাহত হন। কেননা ঐ সময়ে তার মনে পড়ে যায় বাঙালির সেই মুখরোচক খাবার ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ইলিশ ও শুঁটকি মাছ, ইক্ষুরস,তালরস ইত্যাদির কথা। এছাড়া সৌমেন উক্ত ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মর্মাহত হয়ে তার দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পোশাকের কথা মনে করেন। *◀ শিখনফল-১*

ক. উয়ারী বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনটি কোন জেলায় অবস্থিত? ১
খ. প্রাচীন বাংলার চিত্রশিল্পের অবস্থা কীরূপ ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে সৌমেনের মনে পড়া খাবারের সাথে তোমার পঠিত কোন আমলের খাদ্যাভ্যাসের সাথে মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত সময়ের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল বৈচিত্র্যময়"— মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উয়ারি-বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনটি নরসিংদী জেলায় অবস্থিত।

খ প্রাচীনকালেই বাংলায় যে চিত্র অংকনের চর্চা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে বৌদ্ধ লেখকেরা তালপাত্র অথবা কাগজে তাদের পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন। এসব পুঁথি চিত্রায়িত করার জন্য লেখক ও শিল্পীরা ছোট ছোট ছবি আঁকতেন। আর রাজা রামপালের রাজত্বকালে রচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি বাংলার চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ প্রাচীন বাংলার মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶৫ মি. ইন্দ্র সেন তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। তার পরনে ধুতি, গায়ে চাদর, কানে দুল, হাতে বালা, পায়ে চামড়ার জুতা। শাড়ি পরা স্ত্রীর গায়ে ওড়না, কানে দুল, গলায় হার, আঙ্গুলে আংটি, পায়ে মল। শঙ্খের বালা পরিহিতা স্ত্রী পূজার কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা। সবকিছু মিলে পূজাকে অপূর্ব লাগছে। *◀ শিখনফল-১*

ক. প্রাচীন বাংলায় কোন সমাজে 'সতীদাহ প্রথা' চালু ছিল? ১

খ. বৌদ্ধধর্মের ব্যাপারে পাল রাজাদের ভূমিকা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পোশাক পরিচ্ছদের সাথে বাংলার কোন আমলের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পোশাক পরিচ্ছদ ব্যতীত ইন্দ্র সেন কী কী পোশাক ব্যবহার করতে পারতেন বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন বাংলায় আর্য সমাজে 'সতীদাহ প্রথা' চালু ছিল।

খ পাল বংশের আগমনের ফলে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অষ্টম শতক হতে একাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মেরই জয়জয়কার ছিল। সুদীর্ঘ চারশত বছরের রাজত্বকালে তাঁদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ছাড়িয়ে এ ধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ প্রাচীন বাংলার পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে কী জান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ প্রাচীন বাংলার পোশাক পরিচ্ছদের অবস্থা বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মন্দিরের মূর্তির গাত্রে খোদিত পাথর ও পোড়ামাটির ফলক গবেষকদের গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এছাড়া মন্দিরটির দেবমূর্তির গাত্রে খোদিত অপরূপ নানা ফলক প্রত্নতাত্ত্বিকদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গবেষণায়।

◀ শিখনফল-২

ক. প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা কোন জাতির মানুষ ছিল? ১

খ. আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলায় কোন কোন জাতির মানুষ বাস করত? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত প্রাচীন বাংলার কোন বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সময়ে চিত্রশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন ▶৭ সাংবাদিক লিটন চন্দ্র রায় হার্টএটাকে মারা গেলে শেষকৃত্যানুষ্ঠানে তার স্ত্রী কুন্ডলা রায়কে স্বামীর সাথে একই চিতায় আত্মাহূতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে ঘটনাস্থলে পুলিশ হাজির হয়। অবশেষে কুন্ডলা রায়ের জীবন রক্ষা হয়। তবে স্বামীর সম্পত্তিতে কুন্ডলা রায়ের আইনগত অধিকার না থাকায় বিধবা কুন্ডলা স্বামীর কোনো সম্পত্তি পান না। *◀ শিখনফল-৪*

ক. বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা কোন গোষ্ঠীর লোক ছিল? ১

খ. বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকটি প্রাচীন বাংলার সতীদাহ প্রথার সাথে আংশিক সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি তুমি সমর্থন কর কি? যুক্তি দাও। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. বাংলার মধ্যযুগের সূচনা হয় কোন সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে?
ক হিন্দু খ মুসলিম
গ বৌদ্ধ ঘ খ্রিস্টান

২. প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা কী ছিল?
ক পাশা ও দাবা খেলা খ ষাঁড়ের লড়াই
গ হাডুডু খেলা ঘ ভলিবল খেলা

৩. প্রাচীনকালে মানুষ ছোট ছোট খাল পার হতো কীভাবে?
ক পুল দিয়ে খ ব্রিজ দিয়ে
গ সাঁকো দিয়ে ঘ কালভার্ট দিয়ে

৪. প্রাচীনকালে মানুষ খাল-বিলে চলাচলের জন্য কী ব্যবহার করত?
ক ভেলা ও ডোঙ্গা খ নৌকা
গ স্টিমার ঘ লঞ্চ

৫. প্রাচীনকালে ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে নিচের কোনটি প্রচলিত ছিল?
ক দাস প্রথা খ কর প্রথা
গ বিনিময় প্রথা ঘ কুপ্রথা

৬. প্রাচীন বাংলার কাঠের তৈরি জিনিসপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল—
i. আসবাবপত্র
ii. মন্দির
iii. পাল্কি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. 'শালবন বিহার' কোথায় অবস্থিত?
ক কুমিল্লার ময়নামতিতে
খ বগুড়ার মহাস্থানগড়ে
গ রাজশাহীর পাহাড়পুরে
ঘ মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে

৮. উয়ারী-বটেশ্বর কোথায় অবস্থিত?
ক সাভারে খ গাজীপুরে
গ নরসিংদীতে ঘ মানিকগঞ্জে

৯. মাহীন ঢাকা জেলার আশরাফপুর গ্রামে গিয়ে রাজা দেব খড়্গের একটি ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতু নির্মিত স্তূপ দেখতে পেল। এটি দেখে মাহীন কী জানতে পারল?
ক সবচেয়ে প্রাচীন স্তূপের নাম
খ রাজা দেব খড়্গের নাম
গ ধাতুর কারুকার্য সম্পর্কে
ঘ অষ্টধাতু সম্পর্কে

১০. পাল যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো—
i. প্রস্তর মূর্তি
ii. পোড়ামাটির মূর্তি
iii. ধাতুর মূর্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের তৈরি স্তূপ পাওয়া গেছে—
i. শাহাজানপুরের বড়বিলে
ii. রাজশাহীর পাহাড়পুরে
iii. বাঁকুড়ার বহুলাড়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. ময়নামতি কোথায় অবস্থিত?
ক রাজশাহী খ কুমিল্লা
গ নাটোর ঘ বগুড়া

১৩. রাজকীয় শাসনের শুরুতে শিবের পরিবর্তে বিষ্ণুর পূজা প্রচলন হয় কার শাসনামলে?
ক গোপাল খ বিজয় সেন
গ ধর্মপাল ঘ লক্ষ্মণ সেন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাবিনা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা দেখে প্রাচীন বাংলার খিল ব্যবস্থা, মসলিন কাপড়ের ব্যবসা ও বাণিজ্য বন্দরের কথা মনে করে আর আফসোস করে।

১৪. উদ্দীপকে খিল বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?
ক প্রসাধনী খ বিনিময়
গ মৌচা কাপড় ঘ পতিত জমি

১৫. সাবিনার আফসোসকৃত বন্দর হলো—
i. চাঁদপুর ii. চট্টগ্রাম
iii. ফরিদপুর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i,ii ও iii

১৬. ষষ্ঠ শতকে বাংলার কোথায় অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ছিল?
ক বগুড়ায় খ রংপুরে
গ নওগাঁয় ঘ কুমিল্লায়

১৭. দেবতার আসনে বসিয়ে গাছ, পাথর, পাহাড়, পশুপাখি ও ফলমূলের পূজা করে—
i. খাসিয়ারা ii. সাঁওতালরা
iii. মুন্ডারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. পৌরাণিক দেব-দেবী ও তাদের আখ্যান পাওয়া যায়—
i. চন্দ্র লিপিমালায়
ii. পাল লিপিমালায়
iii. কম্বোজদের লিপিমালায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রতিমাকে আশ্রয় করে বাংলায় গড়ে উঠেছিল—
i. ধর্ম-সম্প্রদায়
ii. ধর্মানুষ্ঠান
iii. ধর্ম-রাজনৈতিক দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. প্রাচীন যুগে বাংলার সাথে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল যে সব দেশের—
ক চীন, তিব্বত, ভুটান
খ নেপাল, ব্রহ্মদেশ, মালয়
গ তিব্বত, মালয়, চম্পা
ঘ চীন, সিংহল, শ্যাম

২১. কোন শিল্পটি প্রাচীন বাংলায় বেশ সমৃদ্ধ ছিল?
ক কুটির শিল্প খ মাঝারি শিল্প
গ বৃহৎ শিল্প ঘ পোশাক শিল্প

২২. আর্যদের ভাষার নাম কী?
ক সংস্কৃত খ গৌড়ীয়
গ প্রাচীন বৈদিক ঘ চাইনিজ

২৩. ব্রাহ্মণরা সমাজের সকলের সাথে মেলামেশা করত না, কারণ-
i. জাত নষ্ট হওয়ার ভয়ে
ii. নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য
iii. আত্ম অহংকারের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কবিতা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা-মার সাথে কুমিল্লার ময়নামতিতে শালবন বিহার পরিদর্শনে যায়। সেখানে গিয়ে লক্ষ করে যে, বিহারের মধ্যখানে উঁচু ঢিবির ওপর কেন্দ্রীয় মন্দিরে চারপাশের দেওয়ালে টেরাকোটা অঙ্কন। সবকিছু মিলিয়ে অপূর্ব প্রাচীন নিদর্শন।

২৪. কবিতার দেখা প্রাচীন নিদর্শনের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়?
ক ঢাকার আশরাফপুরের
খ চট্টগ্রামের কেওয়ারীর
গ নওগাঁ পাহাড়পুরের
ঘ বাঁকুড়ার বজ্রাতলার

২৫. উক্ত প্রাচীন নিদর্শনে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো—
i. বৌদ্ধদের নির্মিত
ii. জ্ঞান সাধনার স্থান
iii. অপ্রয়োজনীয় নিদর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. প্রাচীন বাংলার মূল ক্ষমতা ছিল কাদের হাতে?
ক ব্রাহ্মণদের খ ক্ষত্রিয়দের
গ শূদ্রদের ঘ বৈশ্যদের

২৭. প্রাচীন বাংলার মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—
i. পর্দাপ্রথা বিরত ছিল
ii. বাংলার মেয়েরা পরাধীন ছিল
iii. ধন-সম্পত্তিতে নারীদের আইনগত অধিকারের অভাব ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. প্রাচীন বাংলার কত গজ মসলিন একটি নস্যের কৌটায় ভরা যেত?
ক ১৮ খ ১৯
গ ২০ ঘ ২১

২৯. প্রাচীন বাংলায় নির্মিত হয়েছিল—
i. জৈনস্তূপ ii. বৌদ্ধস্তূপ
iii. খ্রিস্টান স্তূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. অস্ট্রিক কাদের ভাষা?
ক আলপাইন খ আর্য
গ নিষাদ ঘ মৌর্য

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ ব্রাহ্মণের ছেলে বরুন একবার তার বাবা মনোজ ভট্টাচার্যের সাথে সূচী নামের এক শূদ্র মেয়ের বিবাহের ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে যায়। অনুষ্ঠান শেষে পাত্রীর পরিবার থেকে আহারের প্রস্তাব করলে বরুনের বাবা অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু বরুন আহার গ্রহণ করে এবং উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষক ও মৎস্যজীবীগণের কাছে জানতে পারে যে, শূদ্র পাত্র ছাড়া অন্য কোনো জাতের ছেলের সাথে বিয়ে সূচীর জন্য নিষিদ্ধ। বিষয়টি শিক্ষিত বরুনকে পীড়া দেয়।

ক. মৌর্য শাসনের পূর্বে প্রাচীন বাংলার কোন সমাজের কথা জানা যায়? ১
খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাচীন বাংলার ভূমিকা কীরূপ ছিল? ২
গ. বরুনের বাবা আহারের প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বরুনের আচরণকে মূল্যায়ন কর। ৪

২.▶ টোকিও শহরে একটি বিশাল বৌদ্ধ বিহার দেখে বিস্মিত হন পর্যটক জনাব আজিম। তিনি তার এক জাপানি বন্ধুর কাছে জানতে পারেন উক্ত বিহারটি পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ বিহার। তিনি জাপানের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে ঘুরে আরো অনেক ছোট বড় বিহার পরিদর্শন করেন।

ক. প্রাচীনকাল হতে বাংলা কোন কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল? ১
খ. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে? ২
গ. টোকিও শহরের বৌদ্ধ বিহারের সাথে তোমার দেশে অবস্থিত প্রাচীন বাংলার কোন বৌদ্ধ বিহারের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত বিহারটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বিহার? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৩.▶ দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস পড়ে কম্বোডিয়ার ছেলে অখিলেশ জানতে পারে যে অন্য দেশ থেকে একশ্রেণির উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের দেশের নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল। তারা ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করতেন। এ সকল উঁচু বর্ণের হিন্দুরা ছিল বিদ্বান। বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে তারা অভিজ্ঞ ছিল। তবে এ সকল উঁচু শ্রেণির হিন্দুরা কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেত না।

ক. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন? ১
খ. প্রাচীন বাংলার নারীদের অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. অখিলেশের জানা প্রাচীন ইতিহাসের সাথে প্রাচীন কালের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত বিষয়টি অখিলেশের জানা ইতিহাস থেকে কিছুটা ভিন্নতর? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪.▶ ইন্দোচীন বলয়ের দেশ লাওসের খাসুয়ান প্রদেশের গ্রামগুলোর মানুষের জীবিকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও কুটির শিল্পের জন্যেও গ্রামগুলো প্রসিদ্ধ। গ্রামের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় হাঁড়ি-পাতিল, ঘটি-বাটি, বাসনপত্র, দা, কুড়াল, খন্তা, খুরপি, লাঙ্গল নিজেরাই তৈরি করে। এছাড়া নিজেদেরকে নানা বিপদআপদ থেকে রক্ষার জন্য জলের পাত্র, তীর, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি তৈরি করে। কৃষি প্রধান হলেও বস্ত্র শিল্পের জন্যেও এ প্রদেশের খ্যাতি আছে।

ক. হিউয়েন সাং কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? ১
খ. চর্যাপদ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত বাংলার কোন আমলের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.▶ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সৌমেন স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। সৌমেন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে বার্গার চিকেন, রোল ইত্যাদি দেখে খুবই মর্মাহত হন। কেননা ঐ সময়ে তার মনে পড়ে যায় বাঙালির সেই মুখরোচক খাবার ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ইলিশ ও শুঁটকি মাছ, ইক্ষুরস, তাল রস ইত্যাদির কথা। এছাড়া সৌমেন উক্ত ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মর্মাহত হয়ে তার দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পোশাকের কথা মনে করেন।

ক. উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনটি কোন জেলায় অবস্থিত? ১
খ. প্রাচীন বাংলার চিত্রশিল্পের অবস্থা কীরূপ ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে সৌমেনের মনে পড়া খাবারের সাথে তোমার পঠিত কোন আমলের খাদ্যাভ্যাসের সাথে মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত সময়ের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল বৈচিত্রময়"— মতামত দাও। ৪

৬.▶ মি. আফতাব একজন উদীয়মান ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশে সুতিবস্ত্র, চিকন চাউল, নারকেল, সুপারি রপ্তানি করেন। তাঁর এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনে।

ক. 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথি কার রাজত্বকালে রচিত? ১
খ. প্রাচীন বাংলার উল্লেখযোগ্য বিহারগুলো উল্লেখ কর। ২
গ. মি. আফতাবের ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রাচীনকালের কোন ধরনের বাণিজ্যের সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, প্রাচীনকালের উক্ত বাণিজ্য সেকালের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭.▶ ছমেদ আলী একজন দরিদ্র কৃষক। নিজের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কৃষি জমিতে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়াও ছমেদের স্ত্রী ঘরের বসে কাপড় বুনে এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করে। বর্তমানে তাদের গ্রাম সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ক. খিল কী? ১
খ. প্রাচীন বাংলার জনগণের খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল? ২
গ. ছমেদ আলীর গ্রামে বাংলার কোন ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছমেদ আলীর স্ত্রীর কাজের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার কোন শিল্পে চিত্র ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.▶ সুজন তার ছেলে মুঈদকে বাংলার এক যুগ সম্পর্কে বলছিল। সুজন বলল, সেই যুগে বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় বাংলায়ই তৈরি হতো। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন একটি নস্যের কৌটায় ভরা যেত। বঙ্গাদেশে সে সময় টিনও পাওয়া যেত।

ক. বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক কে? ১
খ. কীভাবে বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করেন? ২
গ. উদ্দীপকে সুজন বাংলার কোন যুগের কথা বলেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত যুগে বাংলার শিল্পকলা ও স্থাপত্য ভাস্কর্য সম্পর্কে লেখ। ৪

৯.▶ মি. দ্বীপা চক্রবর্তী তার প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকদের সাথে হোলি খেলায় মেতে উঠে। তাদের সমাজের এ অনুষ্ঠানে তারা অনেক আনন্দ-ফুর্তি করে। ননী বলল, আর্য সমাজেও আমাদের মতোই এসব অনুষ্ঠান হতো।

ক. প্রাচীন বাংলায় মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন কী ছিল? ১
খ. প্রাচীন বাংলায় খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদ ব্যবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের মি. ননী আর্য সমাজের কোন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মি. ননী যে সমাজের কথা বলেছে, সেই সমাজের মানুষের সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবন বিশ্লেষণ কর। ৪

১০.▶ সাজেদা একটি জামদানি শাড়ি ক্রয় করে। সে সোনারগাঁয়ের তাঁত মেলা থেকে শাড়িটি ক্রয় করে। সে শাড়ি পরিধান করলেও তার বোন শাহিনা পরে সালোয়ার-কামিজ। তার বাবা লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি এবং ভাই পরিধান করে লুঙ্গি, শার্ট ও প্যান্ট। তাদের চন্দ্রীপুর গ্রামের সব মানুষের পোশাক এমনই। তাদের গ্রামের মেয়েরা বিভিন্ন অলংকার পরে। তবে ছেলেরা অলংকার পরে না। বর্তমান বাংলার পোশাক প্রাচীন বাংলা থেকে কিছুটা ভিন্ন। প্রাচীন বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম মসলিন কাপড়ের মত বিখ্যাত ছিল।

ক. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কী? ১
খ. বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ২
গ. চন্দ্রীপুর গ্রামবাসীর পোশাকের সাথে প্রাচীন বাংলার মানুষের পোশাকের মিল-অমিল দেখাও। ৩
ঘ. পোশাকের মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাংলার সাথে অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১.▶ এক সময় রূপগঞ্জের মেয়েদের গুণের খ্যাতি ছিল। তারা শিক্ষিত ছিল তবে কোনো স্বাধীনতা ছিল না। বিধবাকে সবসময় নিরামিষ খেতে দিত। সম্পত্তিতে নারীদের ভাগ ছিল না। সাধারণ মানুষের খাদ্য তালিকায় ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দই ক্ষীর ছিল। পিঠা-পুলি ছিল তাদের খুবই পছন্দ। মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল।

ক. ওদন্তপুর বিহার কে নির্মান করেন? ১
খ. বাঙালিকে সংকর জাতি বলা হয় কেন? ২
গ. রূপগঞ্জের মেয়েদের সামাজিক অবস্থার সাথে কোন আমলের মেয়েদের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
ঘ. উক্ত আমলের খাবার-দাবার আবহমান বাংলার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	খ	২	ক	৩	গ	৪	ক	৫	গ	৬	ঘ	৭	ক	৮	গ	৯	ক	১০	খ	১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ক	২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	গ